كتاب الكراهية : কারাহাত পর্ব

1- عن ابن عمر (رض) انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت لحاجتك لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الكراهية لغة وشرعا؟ بين بالوضاحة –
2- بين حكم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط –
3- كم قسما للكراهية؟ بين اقسامها مع اختلاف الائمة –
4- هذا الحديث يدل على أن استقبال القبلة منهى عنه – وقد روى ابن عمرانه قال لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته - فما هو الجواب عندك ؟
5- لم قال رسول الله ﷺ ولكن شرقوا أو غربوا؟
6- لماذا منع عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟
7- تحدث عن أهمية تعظيم شعائر الله –
8- اكتب نبذة من حياة ابن عمر (رض) -

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن ابن عمر (رض) انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت لحاجتك لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

এটি ইস্তিনজা বা শৌচকর্মের আদব সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ হাদিস। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ১৪৫, ১৪৮) এবং ইমাম

মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ২৬৬) গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

সাধারণ নির্দেশ হলো—পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিবলামুখী বা কিবলাকে পেছনে দেওয়া যাবে না। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একবার নবীজি (সা.)-কে ঘরের ভেতরে ভিন্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। এই হাদিসটি সেই 'আমল' বা ঘটনা বর্ণনা করে, যা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার সাথে দৃশ্যত সাংঘর্ষিক মনে হয় এবং ফকিহদের মাঝে ইজতেহাদের সুযোগ তৈরি করে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত (আব্দুল্লাহ) ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: কিছু লোক বলে থাকে যে, "যখন তোমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে (পায়খানা-প্রস্রাবে) বসবে, তখন কিবলামুখী (কাবা) হবে না এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ করবে না।"

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন: "আমি একদিন (আমার বোন হাফসার) ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দুটি ইটের ওপর বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দেখেছি (এ সময় তাঁর পেছন দিক ছিল কাবার দিকে)।"

ব্যাখ্যা:

- **লোকজনের কথা:** তৎকালীন সময়ে সাহাবিদের মাঝে আলোচনা ছিল যে কাবা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস—উভয়টিই সম্মানিত, তাই কোনোটির দিকেই ফেরা যাবে না।
- **ইবনে ওমরের দেখা:** তিনি নবীজিকে ঘরের ভেতরে বা আড়ালে দেখেছিলেন। তখন নবীজির মুখ ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে (উত্তরে) এবং পিঠ ছিল কাবার দিকে (দক্ষিণে)।
- **মর্মার্থ:** এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ঘরের ভেতরে বা আড়াল থাকলে কিবলার দিকে পিঠ দেওয়া (শাফেয়ি মতে) জায়েজ হতে পারে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

ইস্তিনজার সময় কিবলার সম্মান রক্ষা করা জরুরি। তবে খোলা মাঠ এবং বদ্ধ ঘর—এই দুই স্থানের হুকুম এক কি না, তা নিয়ে এই হাদিসের ভিত্তিতে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'কারাহিয়্যাহ' বা মাকরুহ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الكراهية لغة وشرعا؟ بين بالوضاحة)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'কারাহিয়্যাহ' (الكراهية) শব্দটি 'কারহুন' মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—অপছন্দ করা, ঘৃণা করা, মন্দ মনে করা। এটি 'রিদা' (সন্তুষ্টি) বা 'মহব্বত' (ভালোবাসা)-এর বিপরীত।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

উসুলে ফিকহ-এর পরিভাষায়:

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ

অর্থ: শরিয়ত প্রণেতা (আল্লাহ ও তাঁর রাসুল) যা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তা হারামের মতো অকাট্য বা কঠোরভাবে নয়।

সহজ কথায়, যা করলে গুনাহ বা তিরস্কার হতে পারে অথবা যা ইসলামি রুচির খেলাফ, তাকে মাকরুহ বা কারাহিয়্যাহ বলে।

---

২. ইস্তিনজার সময় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলাকে পেছনে দেওয়ার হুকুম কী? (بين حكم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط)

উত্তর:

এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

খোলা মাঠে হোক বা ঘরের ভেতরে (টয়লেটে) হোক—সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলাকে পেছনে দেওয়া 'মাকরুহ তাহরিমি' (হারামের কাছাকাছি ও গুনাহের কাজ)।

- **যুক্তি:** রাসুল (সা.)-এর মৌখিক নিষেধাজ্ঞা (কওল) ইবনে ওমরের দেখা কর্মের (ফেল) চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাছাড়া ইবনে ওমর (রা.) হয়তো অজান্তে দেখেছেন, যা নবীজির বিশেষত্ব হতে পারে।

২. ইমাম শাফেয়ি ও মালিক (রহ.):

- **খোলা মাঠে:** কিবলামুখী হওয়া বা পেছনে দেওয়া **হারাম**।
- **ঘরের ভেতরে (আড়াল থাকলে):** কিবলামুখী হওয়া বা পেছনে দেওয়া **জায়েজ**।
- **যুক্তি:** ইবনে ওমরের হাদিসটি ঘরের ভেতরের ঘটনা। তাই সাধারণ নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের জন্য, আর ইবনে ওমরের হাদিস ঘরের ভেতরের জন্য খাস।

---

৩. কারাহিয়্যাহ বা মাকরুহ কত প্রকার? ইমামদের মতভেদসহ লেখ। (كم قسما للكراهية؟ بين اقسامها مع اختلاف الائمة)

উত্তর:

ক. হানাফি মাযহাব:

হানাফি ফিকহে মাকরুহ ২ প্রকার:

১. মাকরুহ তাহরিমি (হারামের নিকটবর্তী): যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় কিন্তু খুব কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটি করলে গুনাহ হয় এবং বর্জন করলে সওয়াব হয়। (যেমন—ওয়াজিব তরক করা)।

২. মাকরুহ তানজিহি (হালালের নিকটবর্তী): যা অপছন্দনীয় কিন্তু করলে গুনাহ নেই। তবে বর্জন করা উত্তম। (যেমন—কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া)।

খ. শাফেয়ি ও জুমহুর মাযহাব:

তাঁদের মতে মাকরুহ মাত্র ১ প্রকার।

- **সংজ্ঞা:** যা বর্জন করলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু করলে শাস্তি বা গুনাহ হয় না।

---

৪. হাদিসে দেখা যাচ্ছে নবীজি (সা.) কিবলাকে পেছনে দিয়েছিলেন, অথচ সাধারণ নির্দেশে তা নিষেধ। এর সমাধান কী? (هذا الحديث يدل على أن استقبال القبلة منهى عنه... فما هو الجواب عندك ؟)

উত্তর:

হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর হাদিসে আছে: "তোমরা কিবলামুখী হয়ো না এবং কিবলাকে পেছনেও দিও না।" অথচ ইবনে ওমর (রা.) নবীজিকে উল্টোটা করতে দেখেছেন। এর জবাব বা সমাধান (Tawfiq) নিম্নরূপ:

১. শাফেয়ি সমাধান (স্থানভেদ):

নিষেধাজ্ঞাটি খোলা মাঠের (Sahra) জন্য প্রযোজ্য যেখানে কোনো আড়াল নেই। আর ইবনে ওমরের হাদিসটি ঘরের ভেতরের (Bunyan) জন্য প্রযোজ্য। তাই আড়াল থাকলে জায়েজ।

২. হানাফি সমাধান (নসখ বা বিশেষত্ব):

- **নসখ (রহিতকরণ):** ইবনে ওমরের ঘটনাটি হয়তো ইসলামের শুরুর দিকের, পরে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। অথবা মৌখিক নিষেধাজ্ঞাটি শেষের, যা আগের আমলকে রহিত করেছে।
- **খুসুসিয়াত:** এটি নবীজি (সা.)-এর জন্য খাস বা বিশেষ কোনো ওজরের কারণে ছিল। উম্মতের জন্য সাধারণ মৌখিক নির্দেশ পালন করাই নিরাপদ। তাই হানাফি মতে সর্বাবস্থায় কিবলার দিকে ফেরা বা পিঠ দেওয়া নিষেধ।

---

৫. রাসুলুল্লাহ (সা.) কেন বলেছিলেন "পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করো"? (لم قال رسول الله ﷺ ولكن شرقوا أو غربوا؟)

উত্তর:

এই নির্দেশটি ছিল মূলত মদিনাবাসীদের জন্য।

কারণ ভৌগোলিকভাবে মদিনা থেকে মক্কা (কাবা) হলো দক্ষিণ দিকে। তাই কেউ যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসে:

- দক্ষিণ দিকে ফিরলে = কিবলামুখী হয়।

- উত্তর দিকে ফিরলে = কিবলাকে পেছনে দেওয়া হয় (এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফেরা হয়)।

তাই নবীজি (সা.) বলেছিলেন: "তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমে ফেরো।" এতে কাবা ডানে বা বামে থাকে, সামনে বা পেছনে পড়ে না।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাবা যেহেতু পশ্চিমে, তাই আমাদের উত্তর বা দক্ষিণে ফিরে বসা উচিত।

---

৬. পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিবলামুখী হতে বা পেছনে দিতে নিষেধ করার কারণ কী? (لماذا منع عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟)

উত্তর:
এর প্রধান কারণ হলো 'তা'জিম' বা সম্মান প্রদর্শন।
১. আল্লাহর ঘরের মর্যাদা: কাবা হলো 'বাইতুল্লাহ' বা আল্লাহর ঘর এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। এমন পবিত্র স্থানের দিকে নাপাক অবস্থায় মুখ করা বা পিঠ দেওয়া বেয়াদবি।
২. পশুর সাথে পার্থক্য: পশুরা দিক চেনে না, যেখানে সেখানে বসে। মুমিনরা তাদের ইবাদতের কিবলার সম্মান সব অবস্থায় রক্ষা করে, যা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।
৩. ফেরেশতাদের দিক: কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, কিবলার দিকটি রহমতের ফেরেশতাদের আগমনের দিক।

---

৭. 'শাআইরিল্লাহ' বা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করার গুরুত্ব আলোচনা করো। (تحدث عن أهمية تعظيم شعائر الله)

উত্তর:
'শাআইরিল্লাহ' (আল্লাহর নিদর্শন) বলতে বোঝায়—কাবা ঘর, সাফা-মারওয়া, কুরবানির পশু, মসজিদ, কুরআন, আজান ইত্যাদি।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। (সূরা হজ্জ: ৩২)
সুতরাং, কিবলার সম্মান রক্ষা করা নিছক আদব নয়, এটি ঈমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, সে নির্জনেও আল্লাহর ঘরের দিকে পা ছড়িয়ে বসে না বা নাপাক অবস্থায় কিবলামুখী হয় না।

---

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة ابن عمر رض)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। মাতা জয়নব বিনতে মাজউন। তিনি নবুয়তের ২য় বা ৩য় বছরে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইত্তেবায়ে সুন্নাত:

তিনি ছিলেন 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত' বা রাসুল (সা.)-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবিদের মধ্যে অদ্বিতীয়। নবীজি (সা.) যেখানে নামাজ পড়েছেন, যেখানে বসেছেন, এমনকি সফরের পথে যেখানে বিশ্রাম নিয়েছেন—ইবনে ওমর (রা.) ঠিক সেখানেই হুবহু আমল করতেন। আলোচ্য হাদিসে ঘরের ছাদে উঠে নবীজিকে দেখার ঘটনাও তাঁর এই গভীর অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ।

ইলমি অবদান:

তিনি 'মুকাসসিরিন' (সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী)-এর মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২,৬৩০টি। তিনি ৬০ বছর পর্যন্ত মদিনায় ফতোয়া দিয়েছেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৭৩ বা ৭৪ হিজরি সনে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্ররোচনায় এক ব্যক্তি বিষাক্ত বর্শা দিয়ে তাঁকে আঘাত করলে তিনি শহীদ হন। তাঁকে মক্কার 'মুহাসসাব' বা 'সারাফ' নামক স্থানে দাফন করা হয়।

2- حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال استسقى حذيفة بالمدائن فأتاه دهقان باناء من فضة فرمى به ثم قال اني كنت نهيته عنه فأبي أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في انية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الكراهية لغة وشرعا ؟ بين بالوضاحة –
2- بين اللباس الممنوع للرجال والنساء –
3- هل يجوز للرجل لبس الحرير والديباج؟
4- بين القدر المرخص للبس الحرير واستعمال الذهب للرجال في عامة الاحوال –
5- هل يجوز للرجال والنساء الأكل والشرب والادهان والتطيب في انية الذهب والفضة؟ بين حكم هذه المسائل –
6- بين اختلاف الأئمة في لبس الحرير في الحرب وفي عامة الأحوال للحركة والعمل وغيرهما من العوارض –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال استسقى حذيفة بالمدائن فأتاه دهقان باناء من فضة فرمى به ثم قال اني كنت نهيته عنه فأبي أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في انية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার এবং রেশমি কাপড় পরিধানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত এটি একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাদিস। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ৫৬৩২) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ

মুসলিম (হাদিস নং ২০৬৭) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

হযরত হুযাইফা (রা.) তখন মাদায়েন (পারস্য)-এর গভর্নর ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলে সেখানকার এক 'দিহকান' (গ্রাম প্রধান বা জমিদার) তাঁকে রুপার পাত্রে পানি দেয়। তিনি রাগ করে পাত্রটি ছুড়ে মারেন। কেন তিনি এমন কঠোর আচরণ করলেন এবং সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার কেন নিষিদ্ধ—তা স্পষ্ট করার জন্য তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: ইবনে আবু লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত হুযাইফা (রা.) 'মাদায়েন' নামক স্থানে পানি পান করতে চাইলেন। তখন এক 'দিহকান' (পারস্যের সর্দার) তাঁর কাছে একটি রুপার পাত্র (গ্লাস) নিয়ে এল। হুযাইফা (রা.) সেটি (তার দিকে) ছুড়ে মারলেন। অতঃপর বললেন: "আমি তাকে এর আগেও নিষেধ করেছি, কিন্তু সে বিরত হয়নি। (জেনে রেখো!) নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সা.) সোনা ও রুপার পাত্রে পান করতে এবং 'হারির' (রেশম) ও 'দিবাজ' (মোটা রেশম বা কারুকার্যখচিত রেশম) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এবং তিনি (সা.) বলেছেন: এগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফেরদের) জন্য, আর আখেরাতে তোমাদের (মুমিনদের) জন্য।"

ব্যাখ্যা:

- **ছুড়ে মারা:** হুযাইফা (রা.) পাত্রটি ছুড়ে মেরেছিলেন মূলত 'নাহি আনিল মুনকার' বা অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে এবং সতর্ক করার জন্য। কারণ তিনি গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও সে বারবার হারাম পাত্রে পানি দিচ্ছিল, যা অহংকারের প্রতীক।
- **হারির ও দিবাজ:** হারির হলো সাধারণ রেশমি কাপড়। আর দিবাজ হলো মোটা ও কারুকার্যখচিত দামী রেশমি বস্ত্র। উভয়টিই পুরুষদের জন্য হারাম।
- **দুনিয়া ও আখেরাত:** কাফেররা দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস করে, কিন্তু আখেরাতে তারা বঞ্চিত হবে। মুমিনরা দুনিয়াতে সংযম পালন

করলে আখেরাতে জান্নাতে সোনা-রুপার পাত্র ও রেশমি পোশাক পাবে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

সোনা ও রুপার পাত্রে পানাহার করা নারী-পুরুষ সবার জন্য হারাম। আর রেশমি পোশাক পরা কেবল পুরুষদের জন্য হারাম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'কারাহিয়্যাহ' বা মাকরুহ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الكراهية لغة وشرعا ؟ بين بالوضاحة)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'কারাহিয়্যাহ' (الكراهية) শব্দটি 'কারহুন' (كره) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—অপছন্দ করা, ঘৃণা করা, বা মন্দ মনে করা। এটি ভালোবাসার (মহব্বত) বিপরীত।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায়:

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ

অর্থ: শরিয়ত প্রণেতা (আল্লাহ ও তাঁর রাসুল) যা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তা হারামের মতো অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে নয় বা শাস্তির হুমকিযুক্ত নয়।

হানাফি মতে, মাকরুহ দুই প্রকার: ১. মাকরুহ তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি), ২. মাকরুহ তানজিহি (হালালের কাছাকাছি)।

---

২. পুরুষ ও নারীদের জন্য নিষিদ্ধ পোশাকগুলো কী কী? (بين اللباس الممنوع للرجال والنساء)

উত্তর:

ক. পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ পোশাক:

১. রেশম: খাঁটি রেশমি কাপড় (সিল্ক) পরা হারাম।

২. সোনা: স্বর্ণালঙ্কার বা সোনার সুতোযুক্ত পোশাক।
৩. ইসবাল: টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা (অহংকারের সাথে হলে হারাম, অন্যথায় মাকরুহ)।
৪. নারীদের সাদৃশ্য: নারীদের মতো পোশাক পরা।
৫. কুসুম রঙের কাপড়: গাঢ় হলুদ বা জাফরানি রঙের কাপড় পরা (অধিকাংশ মতে মাকরুহ বা হারাম)।
খ. নারীদের জন্য নিষিদ্ধ পোশাক:
১. পাতলা বা আঁটসাঁট: এমন পোশাক যা শরীরের ভাঁজ বা ভেতরের ত্বক প্রকাশ করে।
২. পুরুষের সাদৃশ্য: পুরুষদের মতো প্যান্ট-শার্ট বা পোশাক পরা।
৩. তাবাররুজ: বেপর্দা হয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী পোশাক।
(নোট: নারীদের জন্য রেশম ও সোনা জায়েজ)।

---

৩. পুরুষের জন্য কি 'হারির' (রেশম) ও 'দিবাজ' (মোটা রেশম) পরিধান করা জায়েজ? (هل يجوز للرجل لبس الحرير والديباج؟)

উত্তর:

না, পুরুষের জন্য সাধারণভাবে হারির (Silk) ও দিবাজ (Brocade) পরিধান করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ।

- **দলিল:** আলোচ্য হাদিস। রাসুল (সা.) বলেছেন: *"যে দুনিয়াতে রেশম পরবে, সে আখেরাতে তা পরবে না (জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে)।"* (সহিহ বুখারি)।

---

৪. সাধারণ অবস্থায় পুরুষের জন্য কতটুকু রেশম এবং সোনা ব্যবহার করা বৈধ? (بين القدر المرخص للبس الحرير واستعمال الذهب للرجال في عامة الاحوال)

উত্তর:

ক. রেশমের ক্ষেত্রে:

সম্পূর্ণ রেশমি কাপড় হারাম। তবে কাপড়ের পাড়, পকেটের মুখ বা সেলাইয়ের বর্ডারে ৪ আঙ্গুল (চার আঙ্গুল) পরিমাণ চওড়া রেশমি কারুকাজ বা সুতা ব্যবহার করা জায়েজ।

- **দলিল:** হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) রেশম নিষেধ করেছেন তবে দুই, তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ ছাড়া। (মুসলিম)।

খ. সোনার ক্ষেত্রে:

পুরুষের জন্য সোনার আংটি বা চেইন ব্যবহার করা হারাম।

- **ব্যতিক্রম:** যদি কারো নাক বা দাঁত পড়ে যায় এবং অন্য ধাতু (রুপা) দিয়ে কাজ না হয় বা দুর্গন্ধ হয়, তবে চিকিৎসা বা প্রয়োজনেই কেবল সোনার নাক বা দাঁত বাঁধানো জায়েজ (যেমন সাহাবি আরফাজা রা.-এর ঘটনা)। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় পুরুষের জন্য সোনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (তবে রুপার আংটি ১ মিসকাল বা ৪.৩৭ গ্রামের কম ওজনের হলে জায়েজ)।

---

৫. নারী ও পুরুষের জন্য কি সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করা, তেল ব্যবহার বা সুগন্ধি মাখা জায়েজ? (هل يجوز للرجال والنساء الأكل والشرب والادهان والتطيب في انية الذهب والفضة؟)

উত্তর:

হুকুম:

সোনা ও রুপার পাত্র ব্যবহার করা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই হারাম। এখানে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই।

বিস্তারিত:

১. পানাহার: সোনা-রুপার প্লেট, গ্লাস, চামচ বা বাটিতে খাওয়া-দাওয়া হারাম।

২. তেল ও সুগন্ধি: সোনা-রুপার পাত্রে তেল রাখা বা আতরদানি ব্যবহার করাও জুমহুর ফকিহদের মতে নাজায়েজ। কারণ হাদিসে 'শুরুব' (পান করা)-এর কথা বলা হলেও এর কারণ হলো 'অহংকার' ও 'অপচয়', যা সব ব্যবহারের মধ্যেই বিদ্যমান।

৩. অলংকার বনাম পাত্র: নারীদের জন্য সোনার অলংকার জায়েজ, কিন্তু সোনার পাত্র জায়েজ নয়। কারণ পাত্র ব্যবহার করা অহংকারের চরম বহিঃপ্রকাশ এবং গরিবদের মনে কষ্ট দেওয়ার কারণ।

---

৬. যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বিশেষ প্রয়োজনে (চলাচল/কাজ) রেশমি পোশাক পরা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ লেখ। (بين اختلاف الأئمة في لبس الحرير في الحرب وفي عامة الأحوال للحركة والعمل وغيرهما من العوارض)

উত্তর:

যুদ্ধ বা বিশেষ ওজরের কারণে রেশম পরিধানের হুকুম নিয়ে ইমামদের মতভেদ আছে:

১. যুদ্ধের ময়দানে:

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** যুদ্ধের সময়ও রেশম পরা **মাকরুহ** (যদি না একান্ত বাধ্য হয়)। কারণ হারাম সর্বাবস্থায় হারাম।
- **সাহিবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) ও জুমহুর:** যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য এবং তলোয়ারের আঘাত পিছলে যাওয়ার জন্য রেশমি পোশাক পরা **জায়েজ**। কারণ রেশম খুব শক্ত ও পিচ্ছিল হয়।

২. চুলকানি বা চর্মরোগ (Hikka):

- যদি কারো শরীরে প্রচণ্ড চুলকানি বা চর্মরোগ (Scabies) হয় এবং সুতি কাপড়ে কষ্ট হয়, তবে চিকিৎসার প্রয়োজনে রেশমি জামা পরা **সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ**।
- **দলিল:** রাসুল (সা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং জুবায়ের (রা.)-কে চুলকানির কারণে রেশমি জামা পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। (সহিহ বুখারি)।

৩. কাজের সুবিধা:

- সাধারণ কাজের সুবিধার জন্য রেশম পরা জায়েজ নেই। তবে মশার হাত থেকে বাঁচা বা বিশেষ কোনো পোকা থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন হলে জায়েজ হতে পারে।